আজকের কাগজ

তারিখ ... 18 OCT 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২ ...

14

ঝালকাঠিতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি ব্যর্থ হতে চলেছে

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালুর ফলে ঝালকাঠি জেলায় স্কুলে যাওয়া শিশুর সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। যতটা ঢাকঢোল পিটিয়ে এ কর্মসূচির সাফল্য আশা করা হয়েছিল স্কুলগুলোতে শিশুদের উপস্থিতির হার আগের তুলনায় ততটা আশাব্যঞ্জক নয়। বর্তমানে জেলার ৪টি থানার ৪টি ইউনিয়নের ৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি চালু রয়েছে। ইউনিয়নগুলো হচ্ছে সদর থানার গাভারামচন্দ্রপুর, নলছিটির কুলশংগল, রাজাপুরের মুক্তাগড় এবং কাঠালিয়া থানার পাটিকেলঘাটা। কর্মসূচির আওতায় সরকারি হিসেবে গত বছর মোট ৭ হাজার ৫শ' ৮৪টি শিশু লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে। চলতি বছর ৯ হাজার ৫শ' ৪০ জন মাথাপিছু মাসিক ১৫ কেজি এবং পরিবারে পিছু সর্বোচ্চ মাসিক ৩০ কেজি গম পাবে।

এ হিসেব সঠিক ধরলেও স্কুল প্রতি গড়ে মাত্র ২০ জন ছাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে এ হিসেব সঠিক নয় বলে ঐ সব এলাকাসূত্রে জানা গেছে। অপরদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাও অনেক বেশি দেখানো হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ। তাছাড়া প্রকৃত অভাবী পরিবার থেকে শিশুদের স্কুলে আনার জন্যে খুব বেশি তৎপরতা চালানো হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ব্যর্থ হতে চলেছে। ঝালকাঠি থেকে কাগজ প্রতিনিধি।